سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

৪০-সূরা আল্ মো'মেন

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৮৬ আয়াত এবং ৯ রুকূ আছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

حٰمٓ ②

২। হা মীম্।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ③

৩। এই কামিল কিতাব নাযেল হইয়াছে মহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ হইতে,

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ④

৪। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, পরম দানশীল। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন ঘটিবে।

مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ⑤

৫। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে না। সুতরাং (স্বাধীনভাবে) নগরে নগরে তাহাদের পরিভ্রমণ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑥

৬। তাহাদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাহাদের পরে অনেক অনেক দল (আমাদের নিদর্শনাবলীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতিই তাহাদের রসূলগণকে গ্রেপ্তার করিবার সংকল্প করিয়াছিল এবং মিথ্যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা বাক-বিতণ্ডা করিয়াছিল যেন তাহারা উহার দ্বারা সত্যকে স্থানচ্যুত করিয়া নিষ্ফল করিতে পারে। ফলে আমরা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলাম, সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (ভয়াবহ) হইয়াছিল!

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ⑦

৭। এবং এইভাবে তোমার প্রতিপালকের বাক্য কাফেরদের সম্বন্ধে পূর্ণ হইয়াছে যে, তাহারা আগুনের অধিবাসী।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا

৮। যাহারা 'আরশকে' বহন করে এবং যাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আছে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁহার উপর ঈমান রাখে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (এই বলিয়া যে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি প্রত্যেক

فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

বস্তুকে নিজ করুণা ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছ। সুতরাং যাহারা তওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে, তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, এবং দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর;

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৯। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল কর, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দান করিয়াছ, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণ, তাহাদের সহধর্মিণীগণ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও (জান্নাতে দাখিল কর)। নিশ্চয় তুমিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়;

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

১০। এবং তুমি তাহাদিগকে সকল অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর, বস্তুতঃ তুমি যাহাকে সেই দিন অনিষ্টসমূহ হইতে রক্ষা করিবে তাহার প্রতি তুমি নিশ্চয় দয়া করিবে; এবং ইহাই প্রকৃত পক্ষে মহা সফলতা।'

১০] ৬

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝

১১। যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে (সেদিন) ডাকিয়া বলা হইবেঃ 'তোমাদের আত্মার প্রতি তোমাদের ঘৃণা অপেক্ষা (তোমাদের প্রতি) আল্লাহ্‌র ঘৃণা বৃহত্তর; (স্মরণ কর) যখন তোমাদিগকে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে।'

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝

১২। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে দুইবার মৃত্যু দিয়াছ, দুইবার আমাদিগকে জীবিত করিয়াছ; অতএব আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি। সুতরাং নিষ্কৃতি লাভের কি কোন পথ আছে?'

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝

১৩। (তাহাদিগকে বলা হইবে) 'তোমাদের এইরূপ অবস্থা এই কারণে যে, যখন আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত, তাঁহাকে একক বলিয়া তখন তোমরা অস্বীকার করিতে, কিন্তু যখন তাঁহার সহিত কোন শরীক স্থির করা হইত তখন তোমরা ঈমান আনিতে। অতএব (এখন প্রকাশ হইয়া গেল যে) সকল আদেশ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, যিনি অতি উচ্চ এবং অতি মহান।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝

১৪। তিনিই তোমাদিগকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে রিয্‌ক নাযেল করেন; কিন্তু উপদেশ কেবল ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্‌র দিকে) ঝুঁকে।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ⑭

১৫। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ডাক—আনুগত্যকে একমাত্র তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া, যদিও কাফেররা ইহাকে অপসন্দ করুক না কেন।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ⑮

১৬। তিনি মর্যাদায় অতি উচ্চ, আরশের অধিপতি। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন নিজ আদেশে-বাণী অবতীর্ণ করেন যেন সে (লোকদিগকে) পরস্পর সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে।

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ⑯

১৭। সেদিন তাহারা বাহির হইয়া পড়িবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের কোন কিছু গোপন থাকিবে না। আজ সর্বাধিপত্য কাহার জন্য? এক, প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র জন্য।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ⑰

১৮। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃত-কর্মের প্রতিফল দেওয়া হইবে। আজ (কাহারও উপর) কোন অবিচার করা হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأٰزِفَةِ إِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ⑱

১৯। এবং তুমি তাহাদিগকে সেই আসন্ন (কিয়ামত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলি অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কণ্ঠাগত হইবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হইবে না যাহার শাফায়াত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ⑲

২০। চক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং বক্ষঃস্থল যাহা গোপন করিয়া রাখে তাহা তিনি জানেন।

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ⑳

২১। এবং আল্লাহ্‌ই ন্যায়-সঙ্গতভাবে বিচার করেন এবং যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকে, তাহারা কোন বিষয়েই বিচার করিতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

২ [১১] ৭

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۖ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ㉑

২২। তাহারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে না যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল? তাহারা শক্তি এবং পৃথিবীতে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের দিক দিয়া ইহাদের চাইতে অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ্ (প্রদত্ত শাস্তি) হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত কেহই ছিল না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٣﴾

২৩। ইহা এই কারণে হইয়াছিল যে, তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিত, কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিত। সুতরাং আল্লাহ্ও তাহাদিগকে পাকড়াও করিতেন। নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকেও আমাদের নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম,

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٥﴾

২৫। ফেরাউন, হামান ও কারূনের নিকট; কিন্তু তাহারা বলিয়াছিল, '(এই ব্যক্তি) যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।'

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٦﴾

২৬। এবং যখন সে আমাদের নিকট হইতে সত্যসহ তাহাদের নিকট আগমন করিল তখন তাহারা বলিল, 'যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখ।' কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থই হইয়া থাকে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٧﴾

২৭। এবং ফেরাউন বলিল, 'তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দাও, যেন আমি মূসাকে হত্যা করি, এবং সে তাহার প্রতিপালককে (সাহায্যার্থে) ডাকুক, নিশ্চয় আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্মকে পরিবর্তন করিয়া দিবে অথবা দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে।'

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٨﴾

২৮। এবং মূসা বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি হইতে আশ্রয় চাহিতেছি যে হিসাবের দিনের উপর ঈমান রাখে না।'

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۚ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٩﴾

২৯। এবং ফেরাউনের বংশ হইতে এক ঈমানদার ব্যক্তি, যে নিজ ঈমানকে গোপন করিতেছিল, বলিল, 'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এইজন্য হত্যা করিবে যে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ্' অথচ সে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী আনিয়াছে? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার মিথ্যার প্রতিফল তাহারই উপর বর্তিবে; আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে সে তোমাদিগকে যে (সমস্ত আযাব সম্বন্ধে) ভয় প্রদর্শন করিতেছে, উহার কিয়দংশ অবশ্যই তোমাদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারী, ঘোর মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ কখনও সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ۗ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

৩০। 'হে আমার জাতি ! আজ আধিপত্য তোমাদের (দখলে আছে), ফলে দেশে তোমরা প্রভাবশালী। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাবের মোকাবেলায়, যখন উহা আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে, তখন আমাদিগকে কে সাহায্য করিবে ?' ফেরাউন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে সেই পথই দেখাইতেছি যাহা আমি স্বয়ং ভাল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগকে সঠিক-সৎপথেই পরিচালিত করিতেছি।'

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে (পূর্ববর্তী) বড় বড় সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) দিনের ন্যায় (তোমাদের ধ্বংসের) আশংকা করিতেছি ——

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩২। নূহ, আদ ও সামূদের জাতির এবং তাহাদের পরবর্তীদের অবস্থার অনুরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের উপর অবিচার করিতে চাহেন না;

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং হে আমার জাতি ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিনের ভয় করিতেছি যখন লোক একে অপরকে (সাহায্যার্থে) ডাকাডাকি করিবে,

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। সেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে, এবং কেহই আল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তোমাদের রক্ষাকারী হইবে না, এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তাহার জন্য কেহই হেদায়াতদাতা হইতে পারে না।'

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۗ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۗ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু যাহা কিছু লইয়া সে তোমাদের নিকট আসিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহেই পড়িয়া রহিলে, এমন কি যখন তাহার মৃত্যু হইল, তখন তোমরা (নিরাশ হইয়া) বলিতে লাগিলে, 'আল্লাহ্ তাহার পরে আর কোন রসূল আবির্ভূত করিবেন না;' এইভাবেই আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন ——

اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে। ইহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত বিষয় এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে। এইরূপে আল্লাহ্ সকল অহংকারী স্বৈরাচারীর হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٧﴾

৩৭। এবং ফেরাউন বলিল,'হে হামান ! আমার জন্য একটি উচ্চ মহল তৈরী কর যেন আমি ঐসকল প্রবেশ পথে গিয়া পৌঁছি —

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٨﴾

৩৮। আকাশসমূহের প্রবেশ পথে, যেন আমি মূসার মা'বূদকে দেখিতে পাই; বস্তুতঃ আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই জানি।' এবং এইরূপে ফেরাউনের দৃষ্টিতে তাহার নিকৃষ্ট কর্মকে মনোহর করিয়া দেখানো হইয়াছিল এবং তাহাকে সত্য পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছিল; এবং ফেরাউনের তদবীর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই অবধারিত ছিল।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٩﴾

৩৯। এবং যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছিল সে বলিল, 'হে আমার জাতি ! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ দেখাইব;

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۖ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٤٠﴾

৪০। হে আমার জাতি ! এই পার্থিব জীবন (ক্ষণস্থায়ী) ভোগবিলাসের সম্ভার মাত্র, এবং পরলোকই প্রকৃত পক্ষে চিরস্থায়ী আবাস;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤١﴾

৪১। যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি মো'মেন হওয়া অবস্থায় সৎকর্ম করিবে, সে পুরুষ হউক বা নারী, সুতরাং এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে বেহিসাব রিয্ক দেওয়া হইবে;

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২। এবং হে আমার জাতি ! কেমন আশ্চর্য কথা ! আমি তো তোমাদিগকে মুক্তির দিকে আহ্বান করিতেছি, আর তোমরা আমাকে আগুনের দিকে ডাকিতেছ;

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۖ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৩। তোমরা আমাকে এই জন্য ডাকিতেছ যেন আমি আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করি এবং উহাকে তাঁহার শরীক করি যাহার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই; এবং আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল (আল্লাহ্‌র) দিকে।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٤﴾

৪৪। ইহাতে অবশ্যই কোন সন্দেহ নাই যে, যাহার দিকে তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ সে ইহজগতেও কোন আহ্বানের অধিকারী নহে এবং পরজগতেও নহে, এবং আমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এবং সীমালংঘনকারীরাই আগুনের অধিবাসী হইবে;

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۚ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٥﴾

৪৫। সুতরাং আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিতেছি তাহা তোমরা শীঘ্রই স্মরণ করিবে। এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করিতেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে উত্তমভাবে দেখিতেছেন।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا ۚ وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৬। ইহাতে আল্লাহ্ সেই (মো'মেন) ব্যক্তিকে তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন; এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট আযাব পরিবেষ্টন করিয়া লইল—

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٧﴾

৪৭। সেই আগুন, যাহার সম্মুখে তাহাদিগকে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়। এবং যখন নির্ধারিত মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন (ফিরিশ্‌তাদিগকে বলা হইবে যে,) 'ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠোর আযাবে দাখিল কর।'

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৮। এবং যখন তাহারা আগুনের মধ্যে বাদানুবাদ করিতে থাকিবে, তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে, যাহারা অহংকার করিত, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসরণ করিতাম, অতএব এখন কি তোমরা আমাদের নিকট হইতে এই অগ্নি-যন্ত্রণার কিয়দংশ অপসারিত করিতে পার?'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٩﴾

৪৯। যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমরা সকলেই তো ইহার মধ্যে আছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের মধ্যে যথাযথ বিচার করিয়াছেন।'

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٥٠﴾

৫০। এবং যাহারা আগুনের মধ্যে থাকিবে তাহারা জাহান্নামের প্রহরীগণকে বলিবে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক যেন তিনি আযাবের দিনকে আমাদের জন্য লাঘব করিয়া দেন।'

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥١﴾

৫১। তাহারা বলিবে, 'তোমাদের রসূলগণ কি সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহসহ তোমাদের নিকট আসে নাই?' তাহারা বলিবে, 'হ্যাঁ।' তাহারা (প্রহরীগণ) বলিবে, 'তোমরা (যত চাহ) ডাকিতে থাক।' বস্তুতঃ কাফেরদের ডাক বৃথাই যায়।

৫ [১৬] ১০

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥٢﴾

৫২। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রসূলগণকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই সাহায্য করিব, পার্থিব জীবনেও এবং ঐ দিবসেও যখন সাক্ষীগণ দাঁড়াইবে,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫৩। যেদিন যালেমদিগকে তাহাদের ওযর-আপত্তি কোন উপকার করিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য নিকৃষ্ট আবাসস্থল অবধারিত।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾

৫৪। এবং নিশ্চয় আমরা মূসাকে হেদায়াত দান করিয়াছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে আমরা (তওরাত) কিতাবের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম—

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫৫। যাহা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হেদায়াত এবং উপদেশ স্বরূপ ছিল।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৬। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। এবং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর—— তোমার (প্রতি যাহারা) ত্রুটি-বিচ্যুতির (অপবাদ দিয়াছে তাহাদের) জন্য; এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে (তাঁহার তরফ হইতে) তাহাদের নিকট সমাগত কোন প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে, তাহাদের বক্ষঃস্থলে উচ্চাকাঙ্খা ব্যতীত আর কিছুই নাই যাহা তাহারা কখনও লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮। নিশ্চয় আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজন কার্য মানুষের সৃজন কার্য হইতে বৃহত্তর, কিন্তু অধিকাংশ লোক (তাহা) অবগত নহে।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯। এবং অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান সমান নহে, এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা এবং দুষ্কৃতকারীরা সমান নহে। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০। (শাস্তির) নির্ধারিত মুহূর্ত নিশ্চয় আসিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬১। এবং তোমাদের প্রতিপালক বলিতেছেন,'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যাহারা আমার ইবাদত সম্বন্ধে অহংকার করে, তাহারা নিশ্চয় লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।'

ع ৭ ১

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২। তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাতে বিশ্রাম লাভ করিতে পার। এবং দিবসকে দেখার জন্য (আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন)। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩। এই তো আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমাদিগকে কি করিয়া বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪। যাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে হঠকারিতা করিয়া অস্বীকার করে, তাহাদিগকে এইরূপে বিপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫। তিনিই আল্লাহ্, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন তোমাদের জন্য অবস্থানস্থলস্বরূপ এবং আকাশকে (সংরক্ষণার্থে) ছাদ স্বরূপ; এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করিয়াছেন সর্বোৎকৃষ্ট এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র রিয্ক দান করিয়াছেন। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; অতএব পরম বরকতের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬। তিনি চিরঞ্জীব এবং জীবন-দাতা। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং তোমরা আনুগত্যকে তাঁহারই জন্য বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাক, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, যেহেতু আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসিয়াছে এবং আমি সকল জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।'

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ

৬৮। তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর বীর্য হইতে, অতঃপর আঁঠালো জমাট রক্তপিণ্ড হইতে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে শিশুরূপে বহির্গত করেন, অতঃপর (তিনি বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তোমাদিগকে লইয়া যান) যেন তোমরা যৌবনে পৌঁছ, অতঃপর যেন তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হও; এবং তোমাদের মধ্য হইতে কাহারও রূহ্ ইহার (বার্ধক্যে

تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

উপনীত হওয়ার) পূর্বেই কবয করিয়া লওয়া হয়, এবং (তিনি এইজন্য এইরূপ করেন) যেন তোমরা (তোমাদের জন্য) নির্ধারিত সময়ে পৌঁছ এবং যেন তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পার।

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

৬৯। তিনিই (আল্লাহ্) যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। এবং যখন তিনি কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহার সম্পর্কে বলেন 'হও!' তখন উহা হইয়া যায়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০। তুমি কি ঐ সকল লোককে দেখ নাই যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ সম্বন্ধে হঠকারিতা করিয়া বিতর্ক করে, কিভাবে তাহাদিগকে (সৎপথ হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে!

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭১। যাহারা এই কিতাবকে এবং উহাকে (পয়গামকে) যাহা দিয়া আমরা আমাদের রসূলগণকে পাঠাইয়াছিলাম, মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং ইহারা শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে,

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۚ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾

৭২। যখন তাহাদের গ্রীবাদেশে বেড়ী থাকিবে এবং শৃংখল সমূহও; (এই অবস্থায়) তাহাদিগকে হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে—

فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭৩। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে জ্বালানো হইবে।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৪। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, 'উহারা কোথায় যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫। আল্লাহ্ ব্যতীত?' তাহারা বলিবে, 'উহারা আমাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে; না, বরং আমরা ইতিপূর্বে কোন বস্তুকেই (আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বলিয়া) ডাকিতাম না; এইভাবে আল্লাহ্ কাফেরদিগকে বিভ্রান্ত হইতে দেন।

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬। ইহা এইজন্য যে, তোমরা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে তোমরা বড়াই করিতে।

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৭। তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর উহাতে বসবাস করিবার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!

৭৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং আমরা তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, যদি উহার কতকাংশ আমরা তোমাকে (তোমার জীবদ্দশায় পূর্ণ করিয়া) দেখাই, অথবা (ইহার পূর্বেই) তোমাকে মৃত্যু দিই, বস্তুতঃ তাহাদিগকে আমাদের নিকটই ফিরাইয়া আনা হইবে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯। এবং আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠাইয়াছিলাম, যাহাদের মধ্য হইতে কাহারও কাহারও বিষয় তোমার নিকট আমরা বর্ণনা করিয়াছি, এবং তাহাদের মধ্য হইতে কতকের উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করি নাই; এবং কোন রসূলের পক্ষে সম্ভব নহে যে সে আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত কোন নিদর্শন আনে। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র আদেশ আসে তখন ন্যায্যভাবে মীমাংসা করা হয় এবং মিথ্যাবাদীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٩﴾

৮ [১০] ১৩

৮০। তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা ইহাদের কতকের উপর আরোহণ কর এবং ইহাদের কতককে আহার কর—

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٠﴾

৮১। এবং ইহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার আছে, এবং এইজন্যও যেন তোমরা ইহাদের উপর আরোহণ করিয়া তোমাদের বক্ষঃস্থলে নিহিত প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পার। এবং উহাদের উপর এবং নৌকাসমূহের উপর তোমাদিগকে আরোহণ করানো হয়,

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨١﴾

৮২। এবং তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনসমূহ দেখান; অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোন্‌টিকে অস্বীকার করিবে?

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩। তাহারা কি, পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যাহাতে তাহারা দেখিতে পারিত যে, তাহাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হইয়াছিল? তাহারা সংখ্যায় ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল, এবং শক্তিতে এবং পৃথিবীতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণেও অধিকতর প্রবল ছিল। কিন্তু তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিত উহা তাহাদের কোন কাজে আসিল না।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। এবং যখনই তাহাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে তখনই তাহারা তাহাদের নিকট যে যৎসামান্য জ্ঞান ছিল উহার গর্বে উল্লসিত হইয়াছে এবং তাহারা যাহার (আযাবের) প্রতি উপহাস করিয়াছে তাহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে,'আমরা এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিলাম এবং আমরা যাহাদিগকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছিলাম, তাহাদিগকে অস্বীকার করিলাম।'

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۚ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। কিন্তু যখন তাহারা আমাদের আযাবকে প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন উপকারে আসিল না। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে প্রবর্তিত হইয়া আসিতেছে। এবং এইভাবে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।